

মুখ্য সংকীর্তন ও গৌণ সংকীর্তন

যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহড়ী বলতিনে.....

জিহ্বা স্বয়ং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃত সংকীর্তন গৌণ সংকীর্তন ।

যাঁহারা মুখ্য সংকীর্তনের সন্ধান পান নাই তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন করা ভাল । এইভাবে গৌণ সংকীর্তন করিতে করিতে জীব ক্রমে শুদ্ধ হইবে, তাহার মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসবে । তারপর আপনা আপনি সময় আসবে যখন গুরুকৃপায় মুখ্য সংকীর্তনের হৃদসি পাইবে অর্থাৎ সদগুরুপদসিঁট সাধন পাইবে, তখন তাহার আর গৌণ সংকীর্তনের প্রয়োজন থাকবে না ।

তাই যোগীরাজ বলতিনে, সৌভাগ্যবশে যাঁহারা সাধন অর্থাৎ মুখ্য সংকীর্তনের পথ পাইয়াছেন তাঁহাদের গৌণ সংকীর্তন বা বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না । তাঁহারা দহেরে ভিতরই তখন সবকিছু জানিতে বুঝিতে ও দেখিতে পান ।

শাস্ত্রও সেই কথা বলিয়াছেন □

"দহেস্থাঃ সর্ব্ববদ্বিষাশ্চ দহেস্থাঃ সর্ব্বদবেতা ।

দহেস্থাঃ সর্ব্ববতীর্থানি গুরুবাক্ষ্যেন লভ্যতে ॥"

(জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র)

সকল বদ্বিষা, সকল দবেতা এবং সকল তীর্থ দহেমধ্যে বর্ত্তমান, যাহা গুরুবাক্ষ্যে পথে জানা যায় । ..... (জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র)

নাভি হইতে নীচে পাতাল, নাভি হইতে কন্ঠ পর্যন্ত মর্ত্ত এবং তদুর্দ্ধে স্বর্গ ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরে সব কিছুই এই দহেমধ্যে আছে ।

সাকারেরে বিনাশ আছে, নরিকারেরে বিনাশ নাই ।

গুরুবাক্ষ্যে পথে নরিকার মনে শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় ।